‘কেরী সাহেবের মুন্সী’ উপন্যাসে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

সুব্রত ঘোষ মোবাইলঃ ৯৫৩১৬১৪৩৪৮ , ইমেল amarlekha2014subrata@gmail.com

“কি, চারদিক যে বড় নীরব, পাখানগুলো সব গেল কোথায় —বলতে বলতে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বিপুল দেহ টেনে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে”[১]।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী(১৯০১-১৯৮৫)-র উপন্যাস ‘কেরী সাহেবের মুন্সী’(১৯৫৯) রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয় ১৯৬০ সালে । উপন্যাসের ‘পঞ্চম খণ্ডে’র প্রথম পরিচ্ছেদ ‘ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ’, যার প্রথম বাক্যেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯)-এর প্রবেশ। ইতিমধ্যেই কাহিনী ‘সর্বজ্ঞকথন রীতি’তে চারখন্ডে ৪৩৩পৃষ্ঠা এগিয়েছে। মূল উপন্যাসটি ৪৬৩ পৃষ্ঠার।

লেখকের বক্তব্য অংশে লেখক জানিয়েছেন,“১৭৯৩ থেকে ১৮১৩ সালের ইতিহাস এর কাঠামো।...

.....দুই শ্রেণীর নরনারীর চরিত্র আছে উপন্যাসখানায়, ঐতিহাসিক আর ইতিহাসের সম্ভাবনা-সঞ্জাত। কেরী, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, টমাস, রামমোহন, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র। রেশমী, টুশকী, ফুলকি, জন স্মিথ, লিজা, মোতি রায় প্রভৃতি ইতিহাসের সম্ভাবনা সঞ্জাত অর্থাৎ এসব নরনারী তৎকালে এই রকমটি হত বলে বিশ্বাস”[২]। লেখকের ইচ্ছা ছিল রামরাম বসু(১৭৫৭-১৮১৩)-র জীবনকে উপন্যাসে রূপ দেওয়ার। সেই কাজ শুরু করে তিনি উইলিয়ম কেরী(১৭৬১-১৮৩৪)-র প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখি ১৭৯৩এর ১১ই নভেম্বর চাঁদপাল ঘাটে[1] পাদ্রী কেরীকে স্বাগত জানাতে স্বয়ং বসুজা (রামরাম বসু) উপস্থিত।

বাংলার ইতিহাসে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক আর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ বাংলা গদ্যের নির্মাণের যুগ। উইলিয়ম কেরীর বাংলায় আসা, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা, শ্রীরামপুরে ছাপাখানায় একের পর এক বাংলা গ্রন্থের প্রকাশ, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর – সবমিলিয়ে সে এক কর্মব্যস্ত যুগ।

[1] কলকাতার কাছে গঙ্গাতীরস্থ ফেরিঘাট, এখনও বর্তমান। ১৭৭৪এ স্যার ফিলিপ , ১৭৮৬তে লর্ড কর্নওয়ালিস এই ঘাটে নেমেই কলকাতায় প্রবেশ করেন। তৎকালীন কলকাতার ও ইস্ট ইন্দিয়া কোম্পানির প্রবেশদ্বার ছিল এই ঘাট।

উপন্যাসটির ৫টি খণ্ডে মোট ৮৭ টি পরিচ্ছেদ (২০-১৮-২২-২২-৫)। যার মাত্র একটি পরিচ্ছেদে (৫/১) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার উপস্থিত অতিথি চরিত্রের মত। রামমোহন রায়ের উপস্থিতিও (৫/৩) নগণ্য। কার্যত ততক্ষণে উপন্যাস শেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। উপন্যাসের দুই প্রধান চরিত্র কেরী ও রামরাম বসু। পাঠক বাংলা ভাষার এই দুই বিশিষ্ট প্রাণপুরুষকে সৃষ্টিকর্মে নিমগ্ন দেখলেন খুব সামান্য সময়। দুই একটি চকিত বাক্যে সে প্রসঙ্গ এসেছে। লেখক ব্যস্ত থেকেছেন বসুজা-রেশমী-জন এই ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী পরিবেশনে। প্রথম খণ্ডে কেরীর কলকাতায় আগমন ও কলকাতায় ইংরেজদের জীবন যাপন বর্ণনার পর দ্বিতীয় খণ্ডে দেখি বসুজা ও কেরী মালদহ চলেছেন নদীপথে। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'সতী' রেশমী উদ্ধারের পরথেকে চতুর্থ খণ্ডের শেষে রেশমীর স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি (সতীদাহ ?) পর্যন্ত মাত্র কয়েকবার বাংলা ভাষার দুই কর্মযোগীকে নিজেদের বিষয়ে মগ্ন থাকতে দেখি। অতএব এই উপন্যাসে কি করে যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার একটি গোটা পরিচ্ছেদ দখল করে থাকলেন সেটাই আশ্চর্য। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসটি ছাড়া আর কোন বাংলা উপন্যাসে বা ছোটগল্পে 'চরিত্র হিসেবে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের উপস্থিতি' বর্তমান প্রাবন্ধিকের চোখে পড়েনি।

উপন্যাসের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে কেরী-বসুজার আলাপ ও কলকাতা দর্শন (১/১,১/২,১/৩), টমাস-কেরী কথোপকথন (১/১৪), কেরীর মালদহ যাওয়ার সিদ্ধান্ত(১/১৯), মালদহ যাত্রা (২/১), মদনাবাটীর স্কুল(২/৮), পুত্রহারা কেরীর ছাপাখানা ক্রয় (২/১৮) -এর পর একেবারে তৃতীয় খণ্ডে যখন উইলিয়ম কেরী রামরাম বসুকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ডেকে পাঠালেন, তখন 'মথীয় লিখিত সুসমাচার'-এর কাজ চলছে (৩/১০,৩/১১)। আমরা জানি, লেখকও সর্বত্র মনে রেখেছেন, উইলিয়ম কেরী ধর্ম প্রচারের উদ্দেশেই ভারতে এসেছিলেন। ধর্ম প্রচারের জন্যই তাঁর বাংলা ভাষা চর্চা। এমনকি শ্রীরামপুরে কর্মকাণ্ডের বড় অংশই এই প্রচেষ্টায় ব্যয়িত যে হিন্দু ধর্মকে খ্রিষ্ট ধর্মের কাছে ছোট প্রতিপন্ন করা। শেষ খণ্ডে কাহিনী দশ বছর এগিয়ে এই কেরী একেবারে অন্য পুরুষ। বাংলা ভাষার সাধক, গবেষক তিনি তখন। ততদিনে 'ইংরেজ রাইটার'দের বাংলা সেখানোর পূর্ণ উদ্দমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সরগরম। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সেই কলেজের হেড পণ্ডিত ছিলেন। অতএব উপন্যাসে তাঁর উপস্থিতি স্বাভাবিক। অল্প সময়ের জন্য হলেও চরিত্রটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে।

শ্রী বিশী লিখছেন "মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রথম পণ্ডিত। বিপুল তার দেহ, বিপুল তার পাণ্ডিত্য, লোকে বলে ঐ প্রকাণ্ড পেটটা বিদ্যায় ঠেসে ভরতি করা। বিদ্যালঙ্কার ঘরের কোণে নিয়মিত স্থানে হাতের মোটা লাঠিটা রেখে দেয়, তারপরে বিস্তৃত ফরাসের উপর বসে পড়ে পাঙ্খাপুলারদের উদ্দেশে বলে ওঠে, একটু জোরে টান বাবা, ঘামটা মরুক"[৩]। কলেজে প্রবেশ করেই বিদ্যালঙ্কার অন্যদের খোঁজ নেন। কিন্তু তখন উপস্থিত সহকর্মী রামনাথ বাচস্পতি। বাচস্পতি বিদ্যালঙ্কারের কথোপকথনের কিছু পরে রামরাম বসু ও কেরী এলে পরিস্থিতি বদলাল। কেরী জানালেন ছোকরা রাইটাররা কোন কারণে ধর্মঘট ডেকেছে, তাই তারা ক্লাসে আসেনি। ছাত্র শিক্ষক দুইদল উপস্থিত না থাকলে শিক্ষালয় জমে না। লেখক সাবধানে নেটিভ পণ্ডিতদের বিদ্যাদানের প্রসঙ্গ এড়িয়ে কাহিনীকে সচল রাখলেন। কেরী বাংলা ভাষার প্রভূত সম্ভাবনা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিষয়ে কতোটা নিশ্চিত তাও জানা গেল। পরদিনও ধর্মঘট চলল। বিদ্যালঙ্কার চিন্তিত অন্য কারণে, জানতে চাইলেন, "কিন্তু পাখানগুলো গেল কোথায়? দোতলায় আছে বলে তো মনে হচ্ছে না, সমস্ত নীরব নিঝুম"[৪]। এই অংশে বিদ্যালঙ্কার একজন রাক্তমাংসের মানুষ হয়েই পাঠকের সামনে উপস্থিত। আলোচ্য অংশর(৫/১) ঘটনাকাল সম্পর্কে লেখক এই পরিচ্ছেদেই জানিয়েছেন, ১৮০৪এর পাঁচ ছ বছর পরের ঘটনা, ঘটনাটি ঘটছে ১৮০৯-১০ সালে। কেরী সতীদাহ , সহমরণ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন ইত্যাদি হিন্দু আচারের একমাত্র ওষুধ হিসাবে 'ইংরেজী শিক্ষা'কে চিহ্নিত করছেন।

রাম বসু বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে বাড়ি চললেন। একসঙ্গে তাঁরা রোজই কিছুটা পথ হেঁটে থাকেন। এই পর্বে শ্রী বিশী মৃত্যুঞ্জয়ের চরিত্র ও শারীরিক গঠনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। " রাম বসু লক্ষ্য করলেন বিদ্যালঙ্কারের চলবার ভঙ্গীটি। বাঁ পাখানা তার কিঞ্চিৎ বিকল, তাই লাঠি আর দান পার জোরে বাঁ পা সুদ্ধ দেহটাকে হেঁচকা টান মেরে চালিয়ে নিয়ে যায় সে। রাম বসু দেখে, মেদবহুল দেহ সাদা আংরাখার খাঁজে খাঁজে নিবিষ্ট; কাঁধের উপরে বিষ্ণুপুরী তসরের চাদর। মাথার চারপাশ কামানো, মাঝখানে গুচ্ছবদ্ধ চুল। .....কেরী অনেকদিন বলেছে যে, পণ্ডিতকে দেখলে তার পাণ্ডিত্য, বিপুল দেহ, স্থুলযষ্টি, রাশভারী চালচলন দেখলে – বিখ্যাত ডাক্তার জনসনকে মনে পড়ে যায়, যাকে বাল্যকালে একাধিকবার দেখেছে কেরী"[৫]। মার্শম্যান সাহেব 'unwieldy figure' বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন বিদ্যালঙ্কারের শারীরিক গঠন সম্পর্কে।[৬] 'unwieldy' –এর অর্থ "difficult to carry or move

because of its size, shape, or weight" বাংলায় বললে, বিপুলকার বা বিশালাকার বপু। শ্রী বিশী হয়ত সেখান থেকেই এমন বর্ণনার কল্পনা করে থাকবেন।

"১৮০১ সালের ৪ঠা মে তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের অধিবেশনে এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত মৌলভী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়। বাংলা(পরে সংস্কৃত ও মরাঠী) বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন – পাদরি উইলিয়ম কেরী। তাঁহার অধীনে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা-বিভাগের প্রধান পণ্ডিত রূপে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে নিযুক্ত হন"[৭]। শ্রী বিশী যথাযথই লিখেছেন "মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রথম পণ্ডিত"। কিন্তু মনে রাখতে হবে উপন্যাসে বিদ্যালঙ্কার এসেছেন ১৮০৯-১০ এই সময়ের কোন একটি দিনে। এই বিষয়েও আমরা যা জানতে পেরেছি, " ১৮০৫ সনে নতুন ব্যবস্থানুযায়ী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিলিয়ানদিগকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য এক জন অধ্যাপকের প্রয়োজন হয়। মৃত্যুঞ্জয় বাংলা ভাষায় পারদর্শী তো ছিলেনই, পরন্তু সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। কেরী তাঁহাকেই এই পদের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া কলেজ-কর্তৃপক্ষকে লিখিলেনঃ

I take the liberty to recommend Mritoonjoya Vidyalunkuru who still the present time has been first Pundit in the Bengalee language, to be the Sangskrit Pundit, under the new arrangement. He is one of the best Sangskrit scholars with whom I am acquainted."[৮] ১৮০৫এর ৪ ঠা নভেম্বর তারিখে এই চিঠি লিখছেন কেরী।

সমস্যা অন্যত্র। শ্রী বিশী উপন্যাসে কোথাও বিদ্যালঙ্কারের লেখা কোন বইয়ের নাম উল্লেখ করেননি। অথচ রামরাম বসু রামমোহন রায়ের সাক্ষাতে(৫/৩) 'প্রতাপাদিত্য-চরিত' গ্রন্থের উল্লেখ করছেন, দেওয়ানজী রামরাম বসুকে পরামর্শও দিয়ে এমন বলছেন, "বাংলা গদ্যের প্রথম রচনা হিসাবে বইখানা অমর হয়ে থাকবে"[৯]।

আমরা জানি 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত' ১৮০১ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। "কেরীর উক্তি থেকে জানা যায় যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য সর্বপ্রথম যে গদ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল তার লেখক রাম রাম বসু নিজ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রামমোহনকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিয়েছিলেন"[১০]। উপন্যাসে রামমোহন রায় রামরাম বসুকে বলছেন, "বসুজা তোমার প্রতাপাদিত্য- চরিত বইখানা পড়েছি"। দশ

বছরের এই কাল বিপর্যয় লেখকের ইচ্ছাকৃত মেনে নিতে বাধা ছিল না। কারণ উপন্যাসের শুরুতে ‘লেখকের বক্তব্য’ অংশে জানিয়েছিলেন ‘ভুল না করে স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণে লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়’। সেই স্বাধীনতায় তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬)এর বয়স কিছুটা বাড়াতে গিয়ে ৫০ বছর বাড়িয়ে দিয়েছেন। ১৮০১ এর ঘটনাকে ১৮১০ নিয়ে গেছেন। কিন্ত রাম রাম বসুর মৃত্যু ১৮১৩ই রেখেছেন। ফলে পাঠক বিভ্রান্ত হয়ে যান । যা সময়সীমা তাতে বিদ্যালঙ্কার ‘বত্রিশ সিংহাসন’(১৮০২), ‘হিতোপদেশ’(১৮০৮) ও রাজাবলী(১৮০৮) রচনা করে ফেলেছেন। ‘কেরী সাহেবের মুন্সী’র লেখক শ্রী বিশী’র সময় বিষয়ে স্বাধীনতা গ্রহণ একটু বিষদে আলোচনা করতে হল এই কারণে যে আলোচ্য উপন্যাসে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ‘সহমরণ’ প্রথা বিষয়ে মতামত জানতে চেয়েছেন রামরাম বসু। উপন্যাসে(৫/১) দেখি,

“হঠাৎ রাম বসু জিজ্ঞাসা করে, বিদ্যালঙ্কার, সহমরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধান কি?

বিদ্যালঙ্কার বলে, দেখ বসুজা শাস্ত্রে সবরকম কথাই আছে। ভিন্ন ভিন্ন যুগ অভিপ্রায় অনুসারে মনোমত উক্তি বেছে নেয়।

তার পরে সে বলে, এতদিন ছিল যুগ ছিল সতীদাহ-সমর্থক, এবারে যে যুগ পড়তে চলেছে তাতে বদল হবে ব্যাখ্যার, সতীদাহ আর চলবে না”[১১]।

রামমোহন রায় সতীদাহ বিষয়ে আলোচনা কালে মুক্তমনা বিদ্যালঙ্কারের যে মতামতকে ব্যবহার করেন তা ১৮১৭ সালের ঘটনা। বিদ্যালঙ্কার জানিয়েছিলেন, “চিতারোহণ অপরিহার্য নয়, --- ইচ্ছাধীন বিষয়মাত্র। অনুগমন এবং ধম্মজীবনযাপন ---এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় অথবা অনুগমনের সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হয়, তাহার কোন দোষ বর্তে না”[১২]। উপন্যাসে সময়কালের স্বেছা বিচ্যুতি ঘটিয়েছেন লেখক, তাই এই অংশে বিদ্যালঙ্কারের মনোজগৎ যে সহমরণ বিষয়ে দ্বিধায় দ্বন্দে ভরা তা যথাযথ। কারণ লেখক পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বসুজার ভাবনায় উল্লেখ করেছেন “শেষ পর্যন্ত সহায় পেল মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে। বিদ্যালঙ্কার বলল, এ প্রথা শাস্ত্রানুমোদিত নয়, কিন্তু---। ঐ কিন্তুতে এসে সব ঠেকে গিয়েছে”[১৩]।

একেবারেই স্বল্প সময়ের জন্য এই উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছেন দ্বারকানাথ ঠাকুর(৪/২১)। তারপর রাধাকান্ত দেব। তুলনায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রামমোহন রায় পেয়েছেন একটি করে

পরিচ্ছেদ। আমাদের বিচার্য বিষয়টিতে কালানৌচিত্য দোষ ঘটলেও সামগ্রিক বিচারে বিদ্যালঙ্কারের উপস্থিতি ও তার চরিত্রায়ন আমাদের মুগ্ধই করে ।

@ (৫/১) অর্থে পঞ্চম খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদ পড়তে হবে। এই নিয়ম অন্যত্রও প্রযোজ্য।

@ উপন্যাস আকরঃ কেরী সাহেবের মুন্সী, শ্রী প্রমথনাথ বিশী, ১৩৬৫(প্রথম সংস্করণ), মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা

তথ্যসূত্র

১। কেরী সাহেবের মুন্সী, শ্রী প্রমথনাথ বিশী, ১৩৬৫(প্রথম সংস্করণ), মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৪৩৭

২। 'ঐ' পৃষ্ঠা- লেখকের বক্তব্য

৩। ঐ, পৃষ্ঠা -৪৩৭

৪। ঐ, পৃষ্ঠা -৪৪১

৫। ঐ,পৃষ্ঠা -৪৪৩-৪৪৪

৬। মৃত্যুঞ্জয় -গ্রন্থাবলী, সম্পাদক-শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ১৩৪৬, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, শিল্পী মৃত্যুঞ্জয়, পৃষ্ঠা- ১।৵০

৭। 'ঐ' , পৃষ্ঠা-।৶০

৮।'ঐ' , পৃষ্ঠা-।৶০

৯। কেরী সাহেবের মুন্সী, শ্রী প্রমথনাথ বিশী, ১৩৬৫(প্রথম সংস্করণ), মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা পৃষ্ঠা ৪৫২

১০। বাংলা গদ্যের চারযুগ, শ্রী মনোমোহন ঘোষ, ১৯৪২, দাসগুপ্ত অ্যান্ড কং, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ২৫

১১। কেরী সাহেবের মুন্সী, শ্রী প্রমথনাথ বিশী, ১৩৬৫(প্রথম সংস্করণ), মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা পৃষ্ঠা- ৪৪৪

১২। মৃত্যুঞ্জয় -গ্রন্থাবলী, সম্পাদক-শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ১৩৪৬, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, 'শিল্পী মৃত্যুঞ্জয়', পৃষ্ঠা- ৸৵০

১৩। কেরী সাহেবের মুন্সী, শ্রী প্রমথনাথ বিশী, ১৩৬৫(প্রথম সংস্করণ), মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৪৫০